# আবিদের লেখার প্রত্যুত্তরে

অভিজিৎ রায়।
www.mukto-mona.com

আবিদ সাহেব অত্যন্ত ভাল লেখেন। সব সময়ই আমি তার লেখা বেশ আগ্রহ নিয়ে পড়ি। লেখা ছাড়াও আরেকটি ব্যাপার আমার কাছে শিক্ষনীয় তা হল তার মার্জিত ভাষা এবং ধৈর্য্যশীলতা। কিন্তু তার শেষ দু'টি লেখা পড়ে মনে হল যে তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেছে। ভাষাও কেমন যেন অসহিষ্ণু ঠেকল। আমার আর আমার পরিচালিত মুক্তমনা ফোরাম সম্পর্কে একগাদা অভিযোগ করলেন। তিনি বেশ কড়া ভাষায় আমার উদ্দেশ্য আর আমার ফোরামের সদস্যদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন করেছেন, ধর্ম না মানলেই 'মুক্তমনা' হয় কিনা।

আসলে মুক্তমনা বা freethinker শব্দটির একটি আভিধানিক অর্থ আছে। American Heritage Dictionary'র সংজ্ঞানুযায়ী,

free·think·er (fr¶"th¹ng"k...r) n. One who has rejected authority and dogma, especially in religious thinking, in favor of rational inquiry and speculation. --free"think"ing adj. & n.

কাজেই মুক্তমনা হতে হলে ধর্মের আনুগত্য ত্যাগ করতেই হবে। অন্ততঃ অভিধান তাই বলছে। আসুন অন্য একটি সংজ্ঞা দেখি।

Freethinker: one who rejects authority and dogma, especially pertaining to religion, and instead uses rational inquiry and speculation to form conclusions about ethics and the nature of the universe.

আমরা তো নতুন কোন মতবাদ দেই নি, মুক্তমনা বলতে আমরা অভিধানের প্রচলিত সংজ্ঞাই গ্রহণ করেছি। পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই ধর্ম মানেন কাজেই তারাও কেন মুক্তমনা হবেন না -এ প্রসংগটি আসলে এখানে অবান্তর। অধিকাংশ লোক আসলে অনেক কিছুই করতে পারেন, মানতে পারেন, কিন্তু তাতে freethinker শব্দটির সংজ্ঞা কিন্তু পালটাচ্ছে না। আর তা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ কোন মতবাদে বিশ্বাস করলেই সেটা যে সত্য হবে তাও সব সময় ঠিক নয়। পৃথিবীতে এক সময় অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। কিন্ত তাতে তো তাদের ধারণা সত্য হয়ে যায় নি। গ্যালেলিও, কোপার্নিকাস আর ব্রুনোর মত অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীই বুঝতে পেরেছিলেন আসল সত্যটা। পৃথিবীতে আজও আধিকাংশ মানুষ অলীক ঈশ্বর, ধর্ম, জ্বীন, ভুত, অলৌকিক কীর্তিকাহিনী কিংবা জ্যোতীষে বিশ্বাস করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে বলেই এর কোনটাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য হয়ে যায়নি। বরং এটাই প্রমানিত হয় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আজও মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করতে অক্ষম।

আবিদ সাহেব মুক্তমনা ওয়েব-সাইট নিয়ে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলেছেন। আবিদ সাহেব এ ক্ষেত্রে ঠিকই বলেছেন। মুক্তমনা নিরপেক্ষ নয়। মুক্তমনা আসলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। তা হচ্ছে যুক্তিবাদ (Rationalism), মানবতাবাদ (Humanism) আর মুক্ত চিন্তা (Freethinking) প্রসার করা। আমরা এ ধরনের লেখাই বেশী ছাপাই যা আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এইটিই আমাদের stand. প্রত্যেক পত্রিকারই একটি নিজস্ব stand থাকে। এখানে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তোলা সমীচীন নয়। মুক্তমনা একটি ধর্ম নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল আন্দোলন - এটি কোন News-media নয়। নিরপেক্ষতা সম্প্রচার করার জন্য মুক্তমনা তৈরী করা হয়নি। যেখানে প্রতিনিয়ত প্রগতিশীলতার সাথে অন্ধবিশ্বাসের সংহাত, মানবতাবাদের সাথে রক্ষণশীলতার সংঘাত, ধর্মান্ধতার সাথে সৃষ্টিশীলতার সংঘাত, সেখানে 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি আসলে আমাদের চোখে এক ধরনের সুবিধাবাদ। আর তাছাড়া, এ জগতে কেই বা নিরপেক্ষ? আবিদ সাহেবকে যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশে মোমিন মুসলমানদের প্রিয় পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাব কেন আবিদ খান, মুন্তাসির মামুন, শাহরিয়ার কবির, ওয়াহিদুল হক, আবদুল গাফফফার চৌধুরী, কবির চৌধুরীদের মত প্রতিথযশা লেখক ও সাংবাদিকদের লেখা ছাপায় না? উত্তরটি সহজ। তাঁদের লেখা ইনকিলাবের stand এর সাথে যায় না। তারা তো Pro-Indian লেখক! আরেকটু স্পষ্ট করে ইনকীলাবীয় ভাষায় বললে 'ভারতীয় ব্রাহ্মআণ্যবাদী দালাল'! একই ভাবে প্রথম আলো বা জনকণ্ঠ কেন গোলাম আজম

আর আব্বাস আলীদের লেখা ছাপাচ্ছে না, সেটি অনুমান করাও মোটেই কষ্টকর নয়। আবিদ সাহেবের নিজের দৃষ্টিভঙ্গিই কি খুব নিরপেক্ষ? উনি তবলীগ জামাতের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, ইসলাম মানবতার ধর্ম, শান্তির ধর্ম। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম তো আরও বেশী শান্তির কথা বলে বেরাচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মের কোথাও জিহাদ করার আহ্বান জানানো হয় নি। মুন্ডিত-কেশ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেখুন। কোথাও violance এর টিকিটিও খুঁজে পাবেন না। তাহলে আবিদ সাহেব কেন শুধু ইসলামই প্রচার করছেন, কেন বৌদ্ধ ধর্ম নয়? কেন ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষজনকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করছেন না? এসমস্ত প্রশ্নের আসলে কোন উত্তর হয় না। কারণ আবিদ সাহেব শুধু ইসলামের পক্ষেই কথা বলবেন আর মুক্তমনাদের একপেশে দৃষ্টিভংগির সমালোচনা করবেন - এটিই বোধহয় তাঁর 'নিরপেক্ষ' stand.

আবিদ সাহেব ধান ভানতে শীবের গীতের মত অযথা অরুন্ধতী রায়ের প্রসংগ নিয়ে আসলেন। বোধ হয় 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে আমাদের জোড়ে সোড়ে একটু ঘা দেবার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু বুঝলেন না যে, অরুন্ধতী রায়কে টেনে এনে আবিদ সাহেব নিজেই নিজের ফাঁদে জড়িয়ে গেলেন। আবিদ সাহেব সুপরামর্শ দিয়ে বলেছেন, 'অরুন্ধতী রায়ের মত হোন, যিনি নিরপেক্ষতার প্রশে মাতৃভূমি ভারতকেও ছাড় দেন না'। অরুন্ধতী রায় গুজরাটে নিপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠির পক্ষে কলম ধরেছেন, এটি খুবই সমর্থনযোগ্য এবং অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু একইভাবে বাংলাদেশে নিপীড়িত হিন্দু জনগোষ্ঠির পক্ষে ডঃ জাফর উল্লাহরা যখন কলম ধরেন তখন তারা আবিদের দৃষ্টিতে কেন যে হয়ে যান বিশ্বাসঘাতক Pro Indian ভারতীয় দালাল তা আসলেই আমি স্বল্প বুদ্ধিতে বুঝতে অক্ষম! এ কোন ধরনের নিরপেক্ষতা? আরো পরিস্কার করেই বলি, অরুন্ধতি রায় গুজরাট ইস্যুতে ভারত সরকারের যে সমালোচনা করেছেন তা আমি তা সমর্থন করি। আর তা সমর্থন করি বলেই আমি গুজরাটে দাঙ্গাকে 'মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর গনহত্যা' আখ্যা দিয়ে একাধিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত করেছি। আবিদ সাহেব কে অনুরোধ করব, মুক্ত মনা ওয়েব সাইটের Human Rights violation আর Article অংশে গিয়ে Ethnic Cleansing In Ahmedabad আর 'India: Gujarat riots - communalization of state and civic society : by Prof. Jayanti Patel' এই প্রবন্ধদুটি পড়ে দেখতে। আবিদ সাহেব বলেছেন, গুজরাটে মুসলিমদের পাশে প্রতিটি মুসলমানের এসে দাড়ানো উচিৎ। আবিদ সাহেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলি, হ্যা সত্যই; তবে আমরা ব্যাপারটিকে আবিদের মত করে দেখতে চাইছি না। আমরা মনে করি গুজরাটের মুসলিমদের পাশে আমাদের সবার দাড়ানো উচিৎ, আর সেটা তারা 'মুসলিম' বা 'হিন্দু' বলে নয়, তারা নিপীড়িত মানুষ বলে।

মুক্তমনায় ইসলামের সমালোচনা হয় বলে, এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে, মুক্তমনার সবাই মুসলিম জনগণের বিপক্ষে। মুক্তমনার চোখে 'ইসলাম' আর 'মুসলিম' শব্দ দুটি এক নয়। ইসলাম হচ্ছে আর ক'টি সাধারণ বিশ্বাসের মত একটি বিশ্বাসমাত্র যা কখনই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। আর সমালোচনার একটি বড় কারণ তো অবশ্যই ইসলামের মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। কিন্তু 'মুসলিম' তো কোন বিশ্বাস নয়, মুসলিমরা হল মানুষ - যাদের রয়েছে আশা, আকাঙ্খা, ভালবাসা আর সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার। তাই ইসলামের কট্টর সমালোচক হয়েও বহু মুক্তমনাই গুজরাট-কাশ্মীর-প্যালেস্টাইন ইস্যুতে নির্যাতিত মুসলিমদের পাশে এসে দাড়াতে কোন অনীহা বোধ করেন না। আবিদ সাহেব শুধু এটিই দেখলেন যে, আমি ইসলামের কত বড় সমালোচক, কিন্তু কখনো ভেবে দেখলেন না এই আমি এই ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়েও মুক্তমনা ফোরামের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনী আর কাশ্মিরীদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছি। আমি আসলে প্যালেস্টাইনী আর কাশ্মিরীদের মুক্তিযোদ্ধা মনে করি, বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়। মুক্তমনায় কাশ্মিরী আর প্যালেস্টাইনের জনগণের অধিকারের সমর্থনে যে পিটিশন রাখা আছে তা যে কেন আবিদ সাহেবের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, বুঝলাম না। বুঝা যায়, আবিদ সাহেবের ভারতের উপর আর আওয়ামিলীগের উপর বেজায় রাগ! আপনি ভারতের বিরুদ্ধে লিখুন । কথা দিচ্ছি বস্তুনিষ্ঠ হলে অবশ্যই তা ছাপা হবে। কার কোন বিষয়ে লেখা উচিৎ সে সম্বন্ধে ঢালাও উপদেশ বিতরণ না করে নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন না। মুক্তমনায় প্রতিদিনি আওয়ামীলীগ আর ভারতের সমালোচনা করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। আপনি যদি তারপরও মনে করেন যে, গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে, তবে নিজেই তা নিয়ে লেখা শুরু করুন। আমাদের পূর্ণ সহায়তা পাবেন, কিন্তু তা না করে আমাদের 'বিশ্বাসঘাতক', 'মুসলিম-বিদ্বেষী', 'ভারতের দালাল' ইত্যাদি বিশেষনে বিশেষিত করেই যদি আনন্দ পান, তবে তো আমরা নিরুপায়। আমাদের কাজ আমাদের করেই যেতে হবে।

আবিদ সাহেব তার শেষ প্রবন্ধে একাধিকবার 'ভদ্র ভাষায়' আমায় গালিগালাজ করেছেন, এবারই প্রথম নয় - এর আগেও

আমি কোরানের সমালোচনা করেছি বলে আমায় ‘ধর্মহীন ফ্যানাটিক’ বলেছেন; হুদা সাহেব তার প্রবন্ধে আমাকে কখনো বিন লাদেন বলেছেন, কখনো বা বলেছেন ‘অন্ধ আর বর্বর’; বলেছেন আমি নাকি গরুর মত হাম্বা হাম্বা করি। আবিদ সাহেবের কাছে বিনীত প্রশ্ন, এগুলো কি তার ‘নিরপেক্ষ’ দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়?

প্রবন্ধটি শেষ করার আগে আবিদ সাহেবের উদ্দেশ্যে একটি ছোট্ট তথ্য। মুক্তমনায় হয়ত ইসলাম বা হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করে একাধিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত আছে, কিন্তু কোথাও মুসলিমদের (বা হিন্দুদের) অসন্মান করে বা হেয় করে একটি বাক্যও রাখা হয়নি। আবিদ সাহেব কে সারা ওয়েব সাইটটি খুঁজে দেখবার আমন্ত্রন রইল। যদি পান, আমি আমার ওয়েব সাইটটি মুছে দেব - ‘ধর্মহীন ফ্যানাটিকের’ সাচ্চা ওয়াদা !

অভিজিৎ,
১০ মার্চ, ২০০৩